بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি এবং এর বিস্তৃতি আর মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতির উদ্দেশ্যে সমবেত হও।
যদি আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি না হয় তাহলে জলসায় অংশগ্রহণ অর্থহীন।
জলসার তিন দিন বিশেষ করে দোয়াতে রত থাকুন এবং জলসার প্রোগ্রাম গুলি পূর্ণ উপস্থিতির সাথে শুনুন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক কানাডা হতে প্রদত্ত
৭ই অক্টোবর ২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আল্লাহ্ তা'লা কৃপায় আজ থেকে জামাতে আহমদীয়া কানাডার জলসা সালানা শুরু হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে প্রত্যেক বছর সারা পৃথিবীর জামাত সমূহ নিজ নিজ জলসার আয়োজন করে থাকে। কেন? এজন্য যে, আল্লাহ্ পক্ষ থেকে সংবাদ লাভ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই জলসার সূচনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, বছরে তিন দিন কাদিয়ানে সমবেত হও। এই উদ্দেশ্যে সমবেত হবে না যে, আমরা কোন মেলার ব্যবস্থা করব, কোন আমোদ-প্রমোদ এবং ক্রীড়া-কৌতুকের ব্যবস্থা করব, কোন জাগতিক উদ্দেশ্য অর্জন করব। এমন নয়, বরং ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি এবং এর বিস্তৃতি আর মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতির উদ্দেশ্যে সমবেত হও। মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান কি? তত্ত্বজ্ঞান বলতে বুঝায় কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন এবং সেই বিষয়ে বুৎপত্তি লাভ করা, তার গভীরতায় পৌঁছা, এটি হলো মারেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান। তিনি (আ.) কোন মারেফাত-এ উন্নতি চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, শুধু বাহ্যিকভাবে বা আপাত দৃষ্টিতে যেন এই কথার বহিঃপ্রকাশ না ঘটে যে, আমরা মুসলমান বা আমরা কলেমা **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্** পাঠকারী,বরং তিনি ইসলাম গ্রহণের পর ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি দেখতে চেয়েছিলেন। আমরা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লার রসূল হিসেবে মেনেছি, তাঁকে খাতামুল আম্বিয়া মেনেছি, তাই তাঁর আ দেশ-নিষেধ, তাঁর শিক্ষা এবং রীতি-নীতি সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং এর ওপর আমল করার পথ অন্বেষণ করা উচিত।

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, জলসার উদ্দেশ্য হলো আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করা। মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর শুধু জ্ঞান অর্জন পর্যন্তই যেন তা সীমাবদ্ধ না থাকে বরং তা আধ্যাত্মিকতা এবং আমলের ক্ষেত্রে উন্নতির মাধ্যম হওয়া উচিত। যদি আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি না হয় তাহলে জলসায় অংশগ্রহণঅর্থহীন।তিনি বলেন, জলসার একটি উপকারিতাযার জন্য প্রত্যেক আগমনকারীর চেষ্টা করা উচিত তা হলো, পরস্পর পরিচিত হওয়া। আর এই পরিচয় বস্তুবাদী লোকদের মতো কেবল সাময়িক পরিচিতি যেন না হয় বরং প্রত্যেক আহমদীর অপর আহমদীর সাথে ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ় করা উচিত। আর এই সম্পর্ক বন্ধন এতটা দৃঢ় এবং স্থায়ী হওয়া উচিত যেন কোন কথা এই সম্পর্কে ফাটল ধরাতে না পারে এবং এটিকে ছিন্ন করতে না পারে। তিনি আরো বলেন, তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি কর। এটি জলসার উদ্দেশ্যাবলীর মাঝে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য। এটি ছাড়া একজন মু'মিন প্রকৃত মু'মিন আখ্যায়িত হতে পারে না। তাক্বওয়া হলো, যে জ্ঞান অর্জন করা হয়েছে, আধ্যাত্মিকতার যে মান অর্জিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের সাথে ভালোবাসার যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে, এটিকে এখন স্থায়ী রূপ দাও এবং নিয়মিত কর আর নিজেদের জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত কর।

অতএব এই বিষয়গুলো অর্জনের জন্যই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসার সূচনা করেন এবং বলেন, প্রত্যেক বছর মানুষ যেন এই জলসার উদ্দেশ্যে কাদিয়ান আগমন করে। কতইনা বরকতময় জলসা হতো সেগুলো যাতে স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অংশ গ্রহণ করে সরাসরি জামাতকে নসীহত প্রদান করতেন, জামাতের সদস্যদের তরবীয়ত করতেন,তাদের আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণ করতেন।

এখন এটি সম্ভব নয় যে, আহমদীদের একটি বড় সংখ্যা জলসার জন্য কাদিয়ান যাবে আর এটিও সম্ভব নয় যে, যুগ খলীফা যেখানে রয়েছেন আহমদীদের এক বড় সংখ্যা সেখানে জলসায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। পৃথিবীতে যেভাবে জামাত বিস্তৃতি লাভ করছে এবং উন্নতি করছে এর কারণে পৃথিবীর সকল দেশে যেখানেই জামাত রয়েছে সেখানে এভাবে জলসার ব্যবস্থা করাআবশ্যক ছিল যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে অনুষ্ঠিত হত। তিনি (আ.) আমাদেরকে নিজেদের অবস্থায় পরিবর্তন আনয়নের জন্য বছরে

কমপক্ষে একবার তরবিয়তের উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দি য়েছিলেন।

অতএব আপনারাও আজ এখানে সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যই সমবেত হয়েছেন যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছিলেন। প্রতি বছর এই উদ্দেশ্যেই আপনারা একত্রিত হন। আর এবছর বিশেষভাবে আপনারা এখানে এজন্য সমবেত হয়েছেন কেননাএখানে জামাত প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি হয়েছে। যাহোক এই বছরটিকে আপনারা অর্থাৎ এখানকার বসবাসকারী আহমদীরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু প্রত্যেক আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত যে, এর গুরুত্ব তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন কানাডায় বসবাসকারীপ্রত্যেক আহমদী এই প্রচেষ্টা করবে যে, আহমদী হওয়ার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আমরা যে বয়আতের অঙ্গীকার করেছি সেটিকে আমাদের পূর্ণ করতে হবে। নতুবা ৫০ বছর হোক বা এর চেয়ে বেশি হোক তাতে কিইবা যায় আসে।

আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে আমরা যেন তাঁর আদেশাবলীর ওপর আমলকারী হই, বয়আতের সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আমরা যে ওয়াদা করেছি তা যেন পূর্ণ করি। যার মাঝে একটি হলো আমি কুরআন করীমের অনুশাসনকে শতভাগ শিরোধার্য করব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যত সুন্দর ও স্পষ্টভাবে এই সব কথা অর্থাৎ এসব আদেশ-নিষেধ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন, তিনি (আ.) যেভাবে পথ নির্দেশনা দান করেছেন সেটিকে অবলম্বন করে ধর্মীয় শিক্ষা আর আল্লাহ্ তা'লার বাণী সম্পর্কে চিন্তা এবং প্রণিধানের মাধ্যমে আমরা নিজেদের মন-মস্তিষ্ককে আলোকিত এবং ঈমানকে দৃঢ় করতে পারি।

এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি বারংবার নিজ জামাতকে বলেছি যে, তোমরা শুধু এই বয়আতের ওপরই নির্ভর করো না, যতক্ষণ এর অন্তর্নিহিত বাস্তবতা উপলব্ধি না করবে ততক্ষণ মুক্তি লাভ হবে না। তিনি বলেন, ছিলকা বা খোসা পেয়ে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়ে যায় সে মগজ বা শাস লাভ থেকে বঞ্চিত থাকে। তিনি আরো বলেন, যদি মুরীদ বা শিষ্য আমল বা কর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে পীরের বুযুর্গী তার কোন উপকারে আসে না। তিনি বলেন, কোন চিকিৎসক যখন কাউকে কোন ব্যবস্থাপত্র লিখে দেয় এবং সেই ব্যবস্থাপত্র নিয়ে সে যদি তা তাকের ওপর রেখে দেয় তাহলে তার আদৌ কোন লাভ হবে না। কেননা উপকারিতা বা লাভ তো ব্যবস্থাপত্রে যা লেখা হয়েছে তার ওপর আমল করার মাধ্যমে হবে। তিনি বলেন, বারবার কিশতিয়ে নূহ পাঠ করআর নিজেকে এর শিক্ষার অধীনস্ত কর। এরপর বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا (সূরা আশ্-শামস: ১০)। অর্থাৎ নিশ্চয় সে-ই সফলকাম হয়েছে যে তাকওয়ায় উন্নতি করেছে। তিনি বলেন, এমনিতে তো শত সহস্র চোর, ব্যভিচারী, পাপী, মদ্যপ ওঅপকর্মশীল মহানবী (সা.)-এর উম্মতী হওয়ার দাবি করে কিন্তু প্রশ্ন হলো তারা কি আসলেই এমন। কখনোই নয়। প্রকৃত উম্মতী সে-ই যে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার ওপর পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত।

পুনরায় এক উপলক্ষ্যে বয়আতের মান সম্পর্কে আরো বিস্তারিত উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, অনুরূপভাবে যে বয়আত এবং ঈমানের দাবি করে তার যাচাই বা পরীক্ষা করে দেখা উচিত যে, আমি কি কেবলমাত্র খোসাই নাকি আমারা মাঝে শাসও রয়েছে। স্মরণ রেখো, এটি একান্ত সত্য কথা যে, আল্লাহ্ তা'লার কাছে শাস ব্যতিরেকে খোসার কোন মূল্যই নেই। ভালোভাবে স্মরণ রেখো, এটি জানা নেই যে, কখন মৃত্যু এসে যাবে। কিন্তু এটি নিশ্চিত যে, মৃত্যু আসবেই। অতএব নিছক দাবির ওপরই পরিপূর্ণ ভরসা করো না আর আনন্দিত হইও না, এটি আদৌ কল্যাণকর নয়। যতক্ষণ মানুষ নিজের ওপর বহু মৃত্যু আনয়ন না করবে এবং বহু পরিবর্তন ও বিপ্লব সাধন না করবে ততক্ষণ সে মানব জীবনে মূল উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবে না। এই মৃত্যু কী? এই মৃত্যু হলোধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়া।

পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা দেখ। আমাদের নবী করীম (সা.) নিজের আমল দ্বারা এটি দেখিয়েছেন যে, আমার জীবন এবং মৃত্যু সবকিছুই আল্লাহ্ তা'লার জন্য। তিনি (আ.) বলেন, অতএব সত্য এবং বাস্তবতা সন্ধান কর। কেবল নাম নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যেও না। কতইনা লজ্জার কথা যে, মানুষ মহানবী (সা.)-এর উম্মতি আখ্যায়িত হয়ে কাফেরের মত জীবন যাপন করবে। তোমরা নিজেদের জীবনে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উত্তম আদর্শ অনুসরণের চেষ্টা কর আর অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি কর।

একবার কতিপয় ব্যক্তি তাঁর (আ.) কাছে উপস্থিত হয় এবং বয়আতও করে। বয়আতের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদেরকে কিছু নসীহত করেন। তিনি বলেন, বয়আত করেই কারো এটি মনে করা উচিত নয় যে, এই রাস্তাই সঠিক আর এরূপ ভাবলেই সে বরকত লাভ করবে। তিনি বলেন, পুণ্যবান ও মুত্তাকী হও, এই সময়গুলো দোয়ায় অতিবাহিত কর। এরপর তিনি আরো নসীহত করে বলেন, কুরাআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা ঈমা নের সাথে আমলে সালেহ বা সৎকর্মের কথাও বলেছেন। আমলে সালেহ্এমন কর্মকে বলা হয় যাতে বিন্দু পরিমাণ ত্রুটি থাকে না। আমলে সালেহ্ হলো এমন পুণ্যকর্ম যাতে অত্যাচার, আত্মশ্লাঘা, লোকদেখানো, অহংকার এবং মানুষের অধিকার হরণের চিন্তাও আসে না। তিনি বলেন, আমলে সালেহর কারণে মানুষ যেভাবে পরকালে রক্ষা পায় তেমনি ইহজগতেও রক্ষা পায়। যদি পুরো ঘরের মাঝে এক জনও আমলে সালেহ্কারী হয় তাহলে পুরো ঘর রক্ষা পায়।

তিনি বলেন, অনেকে এমন আছে যারা নিজেদের পাপ সম্পর্কে অবহিত থাকে কিন্তু অনেকেই এমনও আছে যারা এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে, নিজেদের পাপ সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখে না। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা সবসময়ের জন্য ইস্তেগফারের ব্যবস্থা করিয়েছেন। অতএব অনেক বেশি ইস্তেগফার করা উচিত ।

হুজুর (আইঃ) বলেন, বিশেষ করে এই দিনগুলোতে তা অনেক বেশি পাঠ করা উচিত। আপনারা দোয়া করুন, জলসার পরিবেশই হলো দোয়া করার, আর অনেক বেশি দরূদ পড়ার পাশাপাশি ইস্তেগফারও অধিক পরিমাণে করুন। তিনি বলেন, প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশিত, কেউ জানুক বা না জানুক, হাত এবং পা আর জিহ্বা এবং নাক ও চোখের সাথে সম্পর্কিত সকল প্রকার পাপ থেকে মানুষ যেন ইস্তেগফার করতে থাকে। আজকাল আদম (আ.) এর দোয়া অনেক বেশি পাঠ করা উচিত। قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (সূরা আল্-আ'রাফ: ২৪)।

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভূ-প্রতিপালক! আমরা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি। তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি দয়া না কর তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব। হুযূর (আ.) বলেন, এ দোয়াটি প্রথমেই গৃহীত হয়েছিল। কাজেই সচেতনতার সাথে এ দোয়া করা উচিত। হুযূর (আ.) বলেন, উদাসীনতার মাঝে জীবনযাপন করো না। যে ব্যক্তি উদাসীনতার মাঝে জীবন অতিবাহিত করবে না তার অসহনীয় কোন বিপদের সম্মূখীন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যদি উদাসীনতার মাঝে জীবন না কাটে তবে বিপদে পরবে না। ইশারা-ইঙ্গিত না দিয়ে কোন বিপদ আসে না। হুযূর (আ.) বলেন, যেভাবে এ দোয়া আমার প্রতি ইলহাম হয়েছে যে, **রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদেমুকা, রাব্বি ফাহ্‌ফাযনী, ওয়ান সুরনী, ওয়ার হামনী**। এ দোয়া অনেক বেশি পড়া উচিত।

একবার এক বৈঠকে হযরত মৌলভী আব্দুল করিম সাহেব (রা.) নিবেদন করলেন, হুযূর! পারস্পারিক ঐক্য ও একতা সম্পর্কেও কিছু বলুন। এ কথা শুনে হুযূর (আ.) উপদেশ দেন। যার কিয়দাংশ এখন আমি আপনাদের সম্মূখে উপস্থাপন করছি। হুযূর (আ.) বলেছেন, আমি যে সব বিষয় নিয়েই এসেছি সেগুলো হল, প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'লার তওহীদ বা একত্ববাদ অবলম্বন কর এবং দ্বিতীয়তঃ পরস্পর ভালোবাসা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন কর। সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন কর যা অন্যদের জন্য নিদর্শনমূলক হবে। আর এই নিদর্শনমূলক বৈশিষ্ট্যই সাহাবীদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল। **কুনতুম আদাউন, ফা আল্লাফা বাইনা কুলূবিকুম** অর্থাৎ স্মরণ রেখো! পারস্পারিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হওয়া বা সম্প্রীতির ভাব সৃষ্টি হওয়া এটি একটি নিদর্শন। স্মরণ রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই নিজের জন্য যা পছন্দ করে ভাই-এর জন্য যদি তা পছন্দ না করে সে আমরা জামাতভূক্ত নয়। তিনি আরো বলেন। স্মরণ রেখো! বিদ্বেষ দূরীভূত হওয়া মাহদীর সত্যতার লক্ষ্যণ, সেই লক্ষ্যণ কি পূর্ণ হবে না? মাহদী এলে পারস্পারিক হিংসা বিদ্বেষ দূরীভূত হবে। তিনি বলেন, অবশ্যই এটি পূর্ণতা লাভ করবে। তোমরা অবশ্যই ধৈর্য ধারণ কর না। চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি নীতি হল, কিছু রোগে সার্জারী না করা পর্যন্ত রোগ দূর হয় না। আমার মাধ্যমে এক পুণ্যবান জামাতের জন্ম হবে, পারস্পারিক শত্রুতার কারণ কী কার্পন্য, আত্মশ্লাঘা এবং অহমীকা? তিনি বলেন, তাঁর জামাত অবশ্যই উন্নতি করবে পৃথিবীতে বড় বড় নিষ্ঠাবান আহমদীর জন্ম হচ্ছে। যারা নিজেদের আবেগ অনুভূতি নিয়ন্ত্রন করতে পারে না, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসার পরিবেশে জীবনযাপন করতে পারে না এমন মানুষের স্মরণ রাখা উচিত যে, তারা স্বল্পদিনের মেহমান যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। আমি কারো জন্য বদনাম হতে চাই না। এমন ব্যক্তি যে আমার জামাতভূক্ত হয়ে আমার ইচ্ছার অধীনে চলবে না সে শুষ্ক শাখাস্বরূপ, মালি তা কেটে ফেলে না দিলে আর কী করবে? শুষ্ক শাখা সতেজ শাখার সাথে যুক্ত থেকে পানি টিকই শুশে নেয় কিন্তু ে সই পানি তাকে সতেজ করতে পারে না বরং সেই শাখা সতেজ শাখার জন্য ক্ষতির কারণ হয়। তাই স্মরণ রেখো! আমার সাথে সে থাকতে পারে না যে নিজের চিকিৎসা করবে না।

অতএব, যারা পারস্পারিক মনোমালিন্য বৃদ্ধি করে তাদের জন্য সত্যিই ভয়ের কারণ। যেখানে এ যুগে আমরা সেই ব্যক্তিকে মেনেছি যিনি সংশোধনের জন্য এসেছেন সেখানে আমাদের এ উদ্দেশ্যে চেষ্টাও করা উচিত। তাঁর কথা মানার এবং সেগুলোকে কাজে রূপায়িত করার প্রয়োজন রয়েছে।

এ সম্পর্কে তিনি বলেন, ইনসান শব্দ আসলে উনসান শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে অর্থাৎ যার মাঝে দুটি সত্যিকার উনস বা ভালোবাসা থাকে। একটির সম্পর্ক আল্লাহ্ তা'লার সাথে আর অন্যটি মানবতার প্রতি সহানুভূতি। এ দুটি সহানুভূতি যদি সৃষ্টি হয় তখনই সে মানুষ আখ্যায়িত হয়।

এরপর এ কথার ব্যাখ্যা করছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা জাগতিক কাজকর্ম করতে বারণ করেন না বরং নির্দেশ দেন যে, তোমরা অলস বসে থাকবে না, কাজ কর। কিন্তু উদ্দেশ্য যেন বস্তুজগৎ না হয়, বস্তুবাদিতা না হয় বরং খোদার সন্তুষ্টি যেন উদ্দেশ্য হয়। এটি সব সময় সামনে রাখা চাই। জাগতিক নেয়ামত অর্জনের যেখানে চেষ্টা থাকবে সেখানে পারলৌকিক কল্যাণরাজি অর্জনের জন্যেও পুরো প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে একবার তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'রা যে দোয়া শিখিয়েছেন **রাব্বানা আতিনা ফিদ্ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতে হাসানাতাও ওয়াকীনা আযাবান নার**। এতেও দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে কিন্তু কোন দুনিয়াকে? হাসানাতুদ্ দুনিয়াকে অর্থাৎ যা পরকালে কল্যাণে পর্যভূষিত হবে। এই দোয়া শিখানো থেকে স্পষ্ট হয় যে, মুমিনকে দোয়াতে পারলৌকি হাসানা বা কল্যাণকে অগ্রগন্য করা উচিত। আর হাসানাতুদ্ দুনিয়া জাগতিক আয় উপার্জনের সর্বোত্তম অবলম্বনের কথাও এসেছে যা একজন মুমিন-মুসলমানকে জাগতিক আয় উপার্জনের জন্য অবলম্বন করা উচিত।

তিনি বলেন, আমাদের জামাতে সেই ব্যক্তি অন্তর্ভূক্ত হয় যে আমাদের শিক্ষাকে নিজের জীবনে কর্মবিধি হিসেবে অবলম্বন করে। নিজের সাধ্য এবং সামর্থ অনুসারে আমল করে কিন্তু যে শুধু নাম লিখিয়ে শিক্ষা অনুসারে কাজ করে না তার স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা এ জামাতকে একটি বিশেষ জামাতে পরিনত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কোন ব্যক্তি যে সত্যিকার অর্থে জামাতভূ ক্ত নয় শুধু নাম লিখেয়ে জামাতভূক্ত হতে পারে না। সত্যিকার অর্থে যদি জামাতী শিক্ষা মেনে না চলে এবং সেই সব কথা মেনে না চলে

তিনি বলছেন, শুধু নাম লিখিয়েই জামাতভূক্ত হতে পারে না। তার জীবনে কখনো এমন সময় আসবে যখন সে পৃথ ক হয়ে যাবে তাই যতটা সম্ভব নিজেদের আমলকে সেই শিক্ষার অধিনস্থ কর যা দেওয়া হয়।

তাকওয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, যে কাজের জন্য আমাদেরকে প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে তা হল, তাকওয়ার ময়দান ফাকা। তাকওয়া সৃষ্টি হওয়া উচিত। তরবারি হাতে নেয়া নয়, তরবারি হাতে নেয়া হারাম এবং নিষিদ্ধ। যদি তাকওয়া অবলম্বনকারী হও পৃথিবী তোমাদের সাথে থাকবে। তাই তাকওয়া সৃষ্টি কর। যারা মদ পান করে বা যাদের ধর্মের প্রধান অংশ হল মদ। তাকওয়ার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না। পূন্যের সাথে তারা যুদ্ধে লিপ্ত। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা যদি আমাদের এ জামাতকে এতটা সৌভাগ্যশালী করেন যে, তারা যদি পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাকওয়ার ময়দানে উন্নতি করে তাহলে এটিই বড় সফলতা এরচেয়ে বেশি কার্যকরি কিছুই হতে পারে না। এখন সারা পৃথিবীর ধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখবে আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ তাকওয়া হারিয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর প্রভাব প্রতিপত্তিকে খোদা বানানো হয়েছে সত্যিকার খোদা আত্মগোপন করেছেন। প্রকৃত খোদার অসম্মান করা হয়েছে। কিন্তু খোদা চান, এখন যেন তাঁকে মানা হয়, পৃথিবী যেন তাঁকে চিনে। যারা এই বস্তুজগৎকে খোদা মনে করে তারা তাওয়াক্কুল বা খোদার উপর নির্ভারকারী গন্য হতে পারে না। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র ভয়াবহ আযাব নাযিল হতে যাচ্ছে। এটি কঠিন সতর্কবাণী। তিনি পবিত্র এবং নোংরার মাঝে একটি পার্থক্য সৃষ্টি করতে চান। তিনি তোমাদেরকে ফুরকান দেবেন। তিনি যখন দেখবেন যে, তোমাদের হৃদয়ে কোন প্রকার পার্থক্য নেই।

আজকেও পৃথিবীতে যে অবস্থা বিরাজ করছে তা এই চিন্তার মাঝে মানুষকে ঠেলে দেয়ার কারণ হচ্ছে। পৃথিবীর পরিনাম কী হতে যাচ্ছে? সম্প্রতি এক ব্যক্তি বলেন, পৃথিবী খুব দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের কী হবে? এর উত্তর তো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর এক পঙ্গতিতেও দিয়েছেন। যেখানে এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন যে, সর্বত্র আগুন বিরাজ করছে। প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে রক্ষা করা হবে, যে মহাবিশ্বের আধার খোদাকে ভালোবাসে। সুতরাং এই হল, আসল বিষয় ও মূল কথা। খোদার সাথে আমাদের সম্পর্ক দৃঢ় করতে হবে। আর যেখানেই খোদার প্রাপ্য আমরা প্রদান করব সেখানে তাঁর বান্দাদের অধিকারও আমাদের প্রদান করতে হবে। সে সকল পূণ্য অর্জনের চেষ্টা করতে হবে যা খোদা উল্লেখিত নীতি অনুযায়ী পূন্য বলে গন্য হয় এবং পাপ থেকে বাঁচার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। সেই সকল পাপ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে যেগুলো খোদার পবিত্র দৃষ্টিতে পাপ। যা আল্লাহ্ তা'লা পরিষ্কার করে আমাদের জন্য কুরআনে বর্ণনা করেছেন। আমাদেরকে হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর সত্তায় আমাদের ঈমান আনার পর বিশ্বাস এবং কর্মের ক্ষেত্রে মজবুত এবং দৃঢ়তর হওয়ার চেষ্ট করা উচিত। এ সব বিষয়ই আমাদের মুক্তির কারণ হবে। আর এ বিষয়গুলোই খোদার দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নতুবা পঞ্চাশ বছর বা পচাত্তর বছর বা শত বছর বিভিন্ন জামাতের জীবনে যে, এসে থাকে বিপ্লব ছাড়া এ সব কিছুই অর্থহীণ। বস্তুজগতে মানুষ হয়তো এ সব উৎযাপন করে আনন্দিত হয় কিন্তু ধর্মীয় জামাত নয়। আনন্দের বহিঃপ্রকাশ যদি এ উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে যে, খোদার নির্দেশে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আমরা উন্নতি করেছি। আর ভাবিষ্যতে এই ক্ষেত্রে চেষ্টা আরো বেগবান হবে। তাহলে এর বহিঃপ্রকাশ খোদার দৃষ্টিতে পছন্দনীয় এবং বৈধ। সকল পূন্যের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার সময় আমাদের অগ্রযাত্রা যদি থেমে যায় বা আমরা পিছিয়ে যাই তাহলে এটি সত্যিই চিন্তার বিষয়। তাই আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কথা সামনে রেখে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ মেনে চলার ক্ষেত্রে আমাদের কর্মের বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। আর এটি সব সময় করে যাওয়া উচিত বা করতে থাকা উচিত। এখানে জামাতের যখন পচাত্তর বছর পূর্ণ হবে তখন জামাতের পচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে যেন আমরা বলতে পারি যে, আমরা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গিকার করেছিলাম তার উপর শুধু আমরা প্রতিষ্ঠিতই নই বরং এই ক্ষেত্রে আমরা উন্নতি করছি। আল্লাহ্ তা'লা সাবাইকে এর তৌফীক দান করুন। জলসার দিনগুলোতে এই তিনদিন বিশেষ করে যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি দোয়ার মাঝে অতিবাহিত করুন। জলসার যে উদ্দেশ্য অনুষ্ঠানমালা শুনার জন্য আপনারা সবাই উপস্থিত থেকে জলসার কার্যক্রম শুনুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে তৌফীক দান করুন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 7th Oct, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B